রিয়াদে ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনা ‘এ্যালবাম’

রিয়াদের বিভিন্ন সাহিত্যি-সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন কর্তৃক ডঃ আব্দুল মোমেনকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে পূরো একটি মাসব্যাপী। রিযাদ প্রবাসী কোন বাঙালিকে এমনি ব্যাপকভিত্তিক বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান রিয়াদের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ডঃ মোমেন ছিলেন রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির অতি আপনজন। শিল্পী- সাহিত্যিকদের ছিলেন পরম বন্ধু। জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রবাসী বাঙালিদের জন্যে ছিলেন শীতল ছায়ার বটবৃক্ষ। তিনি সীমাহীন সাহসের সঙ্গে সত্য বলতেন এবং লিখতেন। আর তাতে করে তাঁর জন্যে যেমন ছিলো প্রেমময় শব্দের ফুলঝুরি তেমনি ছিলো অপ্রেমের কাঠখোট্টা বিরস শব্দের হামাগুড়ি! তবে তিনি সেদিকে কখনই তাকিয়ে দেখেননি। সব সময়ই ‘ওভার লুকিং’ করে গেছেন। তাইতো *মরুপলাশ* তাঁকে ‘মুক্ত গানের পাখি’ ও রিয়াদে বাঙলা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্যে *বটবৃক্ষ* বলে বিশেষ অভিধায় অভিষিক্ত করেছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, অর্থ-মন্ত্রনালয়ের অধীন সউদী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এর উপদেষ্টা, মধ্যপ্রাচ্যের বর্ষীয়ান বাঙলা সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ* এরও উপদেষ্টা ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন জুলাই’০৩ এর শেষ সপ্তাহ থেকে আগষ্ট’০৩ এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত এ একমাস প্রতিদিনই কোন না কোন সংগঠন কর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছেন। সুদীর্ঘকাল রিয়াদ প্রবাসী ছিলেন ডঃ মোমেন। পারিবারিক প্রয়োজনে হঠাৎ সিদ্ধান্তে তিনি বিশাল বেতনের একটি মোহময় চাকুরী ছেড়ে চলে গেলেন মার্কিন মুলুকে। তিনি ছিলেন হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির প্রাক্তন ইকোনোমিক্সের প্রফেসর এবং বাঙালি মার্কিন নাগরিক। তবে একজন নিখুঁত বাঙালি। তাই তাঁকে ঘিরে রিয়াদে মাসব্যাপী যে বিদায়ী সংবর্ধনার এক বেদনাবিধুর মহোৎসব হয়ে গেল; সেই বিরল ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা প্রকাশ করছি একটি সুসজ্জিত ও সুচিত্রিত এ্যালবাম। এ্যালবামটি সম্পাদনা করেছেন *মরুপলাশ* ও *রূপসী চাঁদপুর* সাহিত্যপত্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিশিষ্ট ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত।

আগষ্ট-২০০৩ রিয়াদে মরুপলাশ আয়োজিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায় সংবর্ধনা সভায় ডঃ মোমেনকে উৎসর্গীকৃত 'মুক্ত গানের পাখি' নামক ছড়াটির ফ্রেম উপহার দিচ্ছে মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত তনয়া জেকরা বাসেত নদী। উল্লেখ্য ডঃ মোমেন ছিলেন মরুপলাশ সাহিত্য পত্রের অন্যতম উপদেষ্টা। ছবিতে মাঝে উপবিষ্ট উক্ত সংবর্ধনা সভার সভাপতি, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডঃ মনজুরুল ইসলাম এবং সর্ববামে রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, মননশীল সাহিত্যিক জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া।

ডঃ মোমেন শুধু যে অসহায় প্রবাসী বাঙালিদের পরম বন্ধু ছিলেন শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন ছোট্ট সোনামনিদেরও পরম আত্মীয়। তাইতো দেখি *মরুপলাশ* আয়োজিত তাঁর বিদায় সংবর্ধনা সভায় তাজা ফুল দিয়ে তাঁকে বরণ করে নিচ্ছে গ্রামীন পোষাকে *মরুপলাশ* সম্পাদক তনয়া ছোট্ট সোনামনি ফিকরা বাসেত বৈশাখী। ডান পাশে ডঃ মোমেনকে চলতি সংখ্যা *মরুপলাশ* (যে সংখ্যাটি ডঃ মোমেনকে উৎসর্গ করা হয়েছে) এর একটি সুন্দর মোড়কের প্যাকেট উপহার দিচ্ছে *মরুপলাশ* সম্পাদক এর প্রথমা তনয়া লুবনা বাসেত বৃষ্টি, যে *মরুপলাশ* এর প্রতিটি সংখ্যাই কম্পিউটার কম্পোজ করে দেয়। এ দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করে আবেগ আপ্লুত হন বিদায়ী সংবর্ধনা সভার সভাপতি ডঃ মনজুরুল ইসলাম, সুসাহিত্যিক জনাব শাহজাহান ভূইঁয়া, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির ফার্মাসিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর এবং ডাইভারসিটি ম্যাগাজিন সম্পাদক ডঃ আতিকুর রহমান, দৈনিক সত্যের আলো র প্রবাস সম্পাদক কবি শাহ্জাহান চঞ্চল, অনুষ্ঠানের পরিচালক, *মরুপলাশ* উপদেষ্টা, মোহনা র প্রধান সম্পাদক কবি ও কথাশিল্পী ফিরোজ খান, রস রচয়িতা ও কথাশিল্পী অন্যধারা সাহিত্য পত্রের প্রধান সম্পাদক, রবীন্দ্র গবেষক, রিয়াদের সাহিত্যিক সমাজে কমন দাদা মেজবাহ উদ্দিন জওহের, রিয়াদ ডেইলীর সাপ্তাহিক বাংলা প্রকাশনা বাংলা বিনোদনের সম্পাদক অহিদুল ইসলাম, সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থার সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজ সেবী জনাব আবদুস সাকুর, খবর গ্রুপ এর রিয়াদস্থ প্রতিনিধি জনাব মজিবর রহমান।

মরুপলাশ আয়োজিত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ, বাঙালি মার্কিন নাগরিক *মরুপলাশ* এর উপদেষ্টা ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায় সংবর্ধনা সভা শেষে মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত তনয়া লুবনা বাসেত বৃষ্টি একক সঙ্গীত পরিবেশন করে।

আগষ্ট ২০০৩ মাসটি ছিলো রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির সাহিত্য-সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ব্যস্ততায় ভরপুর এবং উৎসব মূখর মাস। তবে সে উৎসব আনন্দের নয়, বেদনা বিধুর! হঠাৎ করেই একজন অতি প্রিয় মানুষের সউদী আরব ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্তকে ঘিরে সেই বেদনা। আর এ বেদনার উৎসব যাঁকে নিয়ে তিনি হলেন রিয়াদে বাঙলা সাহিত্য-সাংস্কৃতাঙ্গনের বটবৃক্ষ, মেহনতি ও অসহায় প্রবাসী বাঙালিদের পরম বন্ধু, যিনি একাকী এই রিয়াদের বহু অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন, তিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, সউদী অর্থ মন্ত্রনালয়ের অধীন সউদী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, রিয়াদ তথা পুরো সউদী আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্ষীয়ান বাঙলা প্রকাশনা *মরুপলাশ* এর উপদেষ্টা, একজন নিখাদ বাঙালি মার্কিন নাগরিক ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন। পূরো আগষ্ট মাসটির প্রতিদিনই ছিলো কোননা কোন সংগঠন কর্তৃক এ ডঃ মোমেনের বিদায়ী সংবর্ধনা সভা।

পশ্চিমা কয়েকটি দূতাবাসের কিছু ডিপ্লোমেট থেকে শুরু করে পাঁচতারা হোটেল এবং সর্বনিম্ন লেবার ভিলাগুলোতেও আয়োজিত হয়েছিলো ডঃ মোমেনের সংবর্ধনা সভার। এতেই প্রমানিত হয় যে, তিনি সর্বমহলে কতটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন এবং কত জনপ্রিয় ছিলেন।

তিনি সত্য বলতেন, বলতেন হুন্ডির বিরুদ্ধে, প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার কারণ খুঁজতেন এবং তা নিয়ে সুতীব্র সাহসের সঙ্গে কথা বলতেন এবং লিখতেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়! তিনি লেবারদের ভিলায় ভিলায় গিয়ে তাদের অবস্থা জানতেন। কোথায় কে এক্সিডেন্ট হয়ে হাত পা ভেঙ্গে ঘরে বসে আছে, টাকার অভাবে ইকামা (রেসিডেন্ট কার্ড) বানাতে পারছেনা, চিকিৎসা করাতে পারছেনা কিংবা দেশে যারার টিকেটের টাকার জন্যে ভিক্ষাবৃত্তির মতো একটি চরম ঘৃনিত কাজ বেচে নিয়েছে এই বিভূঁই প্রবাসে। তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন ডঃ মোমেন উদার চিত্তে। দেখতে যেতেন কোন কোন হাসপাতালে বাংলাদেশী কতটি লাশ ফ্রিজে পড়ে আছে। আর এসবই ছিলো একটি স্বার্থান্বেসী মহলের জন্যে অসহ্য যন্ত্রনার, ভীতিকরতো বটেই!? তাই এ মহলটি ডঃ মোমেনকে দেখতেন একটু ভিন্ন চোখে, একটু সমস্যার চোখে। তারা ছড়াতেন এই ডঃ

মোমেনের জন্য যত ছন্দ পতনের শব্দগুলো!? তাইতো বলি - সত্য যে ভাই মিষ্টি নয়/ দোয়েল শ্যামার শিসটি নয়/ সত্য বলায় কষ্ট হয়/ কত্তো শত নষ্ট হয়/ তবুওতো আসল নকল/ সত্য দিয়েই /পষ্ট হয়.....।।

মরুপলাশ আয়োজন করেছিলো ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনা এক্কেবারে শেষপর্বে (২৬ আগষ্ট ২০০৩) মানে তিনি রিয়াদ ছেড়ে যাবার অন্তিম লগ্নে। বলা যায় সেটি ছিলো তাঁর রিয়াদের বিদায়ী সংবর্ধনার উপসংহার। যাতে সভাপতিত্ব করেন কিং সউদ ইউনিভারসিটির পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডঃ মনজুরুল ইসলাম। সভাটি কাব্যিক ভাষায়, প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় যিনি ভাবগম্ভীর করে তুলেন, তিনি হলেন মরুপলাশের আর একজন উপদেষ্টা, কবি ও উপন্যাসিক, রিযাদে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান (প্রাক্তন) কবি ফিরোজ খান। সে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন তারা হলেন- রিয়াদ বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনের কমন দাদা, বর্ষীয়ান রম্যরচয়িতা, বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক, গল্পকার এবং এম,বি,সি টিভি চ্যানেল এর প্রধান প্রকৌশলী মেজবাহ উদ্দিন জওহের, কিং সউদ ইউনিভারসিটির ফার্মাসী ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর এবং *ডাইভারসিটি* ম্যাগাজিন এর সম্পাদক, ডঃ আতিকুর রহমান, রিযাদে আমাদের বড় ভাই সুসাহিত্যিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ, রিয়াদ এর অন্যতম কর্মকর্তা জনাব শাহজাহান ভূইঁয়া, *দৈনিক সত্যের আলোর* প্রবাস সম্পাদক, বিশিষ্ট কবি শাহ্জাহান চঞ্চল, কবি আজমল হোসেন বাবুল, এবং রিয়াদ ডেইলীর সাপ্তাহিক বাংলা প্রকাশনা *বাংলা বিনোদন* সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক অহিদুল ইসলাম, সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুস সাকুর, দৈনিক খবর গ্রুপের রিয়াদস্থ প্রতিনিধি জনাব মজিবর রহমান।

ছবিতে বাম থেকে ডানে অনুষ্ঠানের আয়োজক *মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত, কবি ফিরোজ খান, কবি শাহজাহান চঞ্চল, সুসাহিত্যিক শাহ্জাহান ভূইঁয়া, ডঃ মনজুরুল ইসলাম, সংবর্ধিত অতিথি ডঃ এ-কে আবদুল মোমেন, গল্পকার, রবীন্দ্র গবেষক মেজবাহ উদ্দিন জওহের, ডঃ আতিকুর রহমান এবং কবি আজমল হোসেন বাবুল

মরুপলাশ আয়োজিত ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিদায়ী সংবর্ধিত অতিথি ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন। ওনার পাশে উপবিষ্ট ডঃ মনজুরুল ইসলাম, সুসাহিত্যিক জনাব শাহজাহান ভূইঁয়া। ২৬আগষ্ট ২০০৩।

মরুপলাশ আয়োজিত ডঃ মোমেনের সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি কিং সউদ ইনিভারসিটির পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডঃ মনজুরুল ইসলাম। ওনার বামে বসে আছেন সংবর্ধিত অতিথি মরুপলাশ এর উপদেষ্টা ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন, ডানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব শাহজাহান ভূইঁয়া।

গত ৮ আগষ্ট ২০০৩ রিয়াদ প্যালেস হোটেলে অনুষ্ঠিত সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থা আয়োজিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক ও কবি বাঙালি মার্কিন নাগরিক ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন (বাঁ থেকে ডানে) জন ফ্যানডিস, ডাঃ আরিফুর রহমান সর্বডানে সংবর্ধিত অতিথি ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন।

(বামে)ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেনকে তাঁর দীর্ঘ রিয়াদ অবস্থানের সময় যে কল্যানমূলক কাজ করেছেন তার অবদান এর স্বীকৃতিস্বরূপ সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থার পক্ষ থেকে জনাব আবদুস সাকুর (ডানে) তাঁকে ক্রেষ্ট উপহার দেন। তাদের পাশে মঞ্চে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিদের একজন *মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিশিষ্ট ছড়কার দেওয়ান আবদুল বাসেত।

গত ৮ আগষ্ট ২০০৩ সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থা আয়োজিত *রিয়াদ প্যালেস হোটেলে* বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, অর্থ মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ সউদী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বাঙালি মার্কিন নাগরিক ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভার আয়োজক সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থা এবং জকিগঞ্জ সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব আবদুস সাকুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে যারা আসন গ্রহন করেন দৈনিক *ভোরের কাগজ* এর পরিচালক মন্ডলীর সদস্য, *পিলসুজ* সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব সউদী আরব এর সহ-সভাপতি বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব, রিয়াদে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় সুবক্তা ডাঃ আরিফুর রহমান, *মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর* সাহিত্য পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বিশিষ্ট ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত, *অন্যধারা* সাহিত্য পত্রের প্রধান সম্পাদক, বিশিষ্ট রম্যরস রচয়িতা ও গল্পকার, রবীন্দ্র গবেষক, এমবিসি টিভি চ্যানেলের প্রধান প্রকৌশলী মেজবাহ উদ্দিন জওহের, সিলেট বিভাগ প্রবাসী পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহমুদ আলী শাহ্, ময়মনসিং জেলা সমিতির কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব রফিকুল ইসলাম।

সউদী মন্ত্রনালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা, পশ্চিমা কয়েকটি দূতাবাসের কয়েকজন ডিপ্লোমেট, কিং সউদ ইউনিভারসিটির কয়েকজন প্রফেসর, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা ও রিয়াদ প্রবাসী সুশিক্ষিত বিশিষ্ট বাঙালীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানের পরিচালনা ও উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন রিয়াদে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের একজন বিজ্ঞ উপস্থাপক, সুললিত কন্ঠের অধিকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান

মজুমদার, মুসা বাবু এবং দৈনিক সত্যের আলো র প্রবাস সম্পাদক, কবি শাহজাহান চঞ্চল (উল্লেখ্য কবি চঞ্চল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেও শারিরীক অসুস্থতার জন্যে উপস্থাপনায় আসতে পারেননি)।

এমনি একটি বিলাসবহুল হোটেলে মন্ত্রীদের ছাড়া কাউকে কখনও সংবর্ধনা দিতে দেখিনি। আমার গত একুশ বছর রিয়াদ প্রবাস জীবনে এ বিপুল সংখ্যক সুশিক্ষিত বাঙালি এবং সকল সেক্টরের উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট পদবী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এমন অনিন্দ সুন্দর কোন অনুষ্ঠান এই প্রথমবার দেখলাম এবং প্রাণভরে উপভোগ করলাম। আর এ আয়োজনের একক কৃতিত্ব সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কল্যানমূলক কাজে যিনি মহান উদার জনাব আবদুস সাকুর। তিনি সম্পূর্ণ একাই আয়োজন করেছিলেন এমন একটি বিশাল অনুষ্ঠানের। রিয়াদের অনেক অনুষ্ঠানও ডক্টর মোমেন একাই এমনিভাবে আয়োজন করতেন। আমরা শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। কী এক বিশাল মনের অধিকারী ছিলেন তিনি! যাঁর মাঝে অহংবোধ কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি ছিলেন সউদী প্রবাসী অসহায় বাঙালিদের হিতাকাঙ্খী ও লেখক শিল্পীদের পরম বন্ধু। *মরুপলাশ* তাই তাঁকে রিয়াদের বাঙলা সাহিত্য সাংস্কৃতাঙ্গনের *বটবৃক্ষ* বলে অভিহিত করেছে। তাঁর কর্মময় জীবনের নির্যাস দিয়ে এক অনবদ্ধ ছড়া লিখেছেন ছড়াকার দেওয়ান বাসেত। সেই *মুক্ত গানের পাখি* নামক ছড়াটি রিয়াদ প্যালেস হোটেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় ছড়াকার নিজে আবৃত্তি করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। যে কথা না বললেই নয় ডঃ মোমেন ছিলেন *মরুপলাশ* এর একজন উপদেষ্টা। রিয়াদ প্যালেস হোটেলে ডঃ মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই *মরুপলাশ* এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় যা ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন কে উৎসর্গ করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের মাঝে *মরুপলাশ* বিশেষ সংখ্যাটি বিতরণ করা হয়।

গত ৮ আগষ্ট ২০০৩ বিলাস বহুল রিয়াদ প্যালেস হোটেলে সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থা আয়োজিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, সউদী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বাঙালি মার্কিন নাগরিক ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেনের বিদায়ী সংবর্ধনা সভায় বিদেশী অতিথি, মন্ত্রনালয় কর্মকর্তা, ডিপ্লোমেট এবং বিশেষ অতিথিদের মাঝে চশমা পরিহিত ডঃ মোমেন কে দেখা যাচ্ছে।

রিয়াদের বিলাস বহুল হোটেল *রিয়াদ প্যালেস হোটেলে* সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থা আয়োজিত মিনিষ্ট্রি অব ফাইন্যান্স এর সউদী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপ ফান্ড এর এডভাইজার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিধ, প্রাবন্ধিক বাঙালি মার্কিন নাগরিক, *দৈনিক ভোরের কাগজ* এর বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ এর একজন সম্মানিত সদস্য ডঃ এ-কে আবদুল মোমেনের সংবর্ধনা সভায় আগত আমন্ত্রিত বিদেশী অতিথিবৃন্ধ এবং সুশিক্ষিত বাঙালি সমাজ। ০৮ আগষ্ট ২০০৩।

ছবিতে মঞ্চে সংগঠনের কর্মকর্তা ও বিশেষ অতিদের মাঝে ডঃ এ-কে আবদুল মোমেন কে দেখা যাচ্ছে।

গত ৩১ জুলাই ২০০৩ রিয়াদ মহানগর আওয়ামী যুবলীগ স্থানীয় এশিয়া দরবার রেস্তোরায় আয়োজন করেছিলো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিধ প্রাবন্ধিক ডঃ এ-কে আবদুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রিয়াদ মহানগর যুবলীগ এর সভাপতি। বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন *অন্যধারা* সাহিত্য পত্রের প্রধান সম্পাদক এম-বি-সি টিভি চ্যানেলের প্রধান প্রকৌশলী মেজবাহ উদ্দিন জওহের, *মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত, বাঙালি কমিউনিটির বিশেষ ব্যক্তিত্ব, রিয়াদে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যাপক খাদেমুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অধ্যাপক ওয়াহিদুল করীম। আরও উপস্থিত ছিলেন রিয়াদ ডেইলীর বাংলা বিনোদনের সম্পাদক জনাব অহিদুল ইসলাম, খবর গ্রুপের রিয়াদস্থ প্রতিনিধি জনাব আবুল বশির ও মজিবর রহমান। প্রায় তিন শতাধিক দর্শকদের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সাইদ।

রিয়াদের সাহিত্যিক সমাজ আয়োজিত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিধ, অন্যধারা ও মরুপলাশ ম্যাগাজিনদ্বয়ের উপদেষ্টা ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনা সভায় ডঃ মোমেনকে রিয়াদের সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ হতে তাঁর এ অঙ্গনে বিশেষ অবদানের জন্যে ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন অন্যধারা সাহিত্যপত্রের প্রধান সম্পাদক বিশিষ্ট রম্য রচয়িতা, গল্পকার, এমবিসি চ্যানেলের প্রধান প্রকৌশলী মেজবাহ উদ্দিন জওহের। ২২আগষ্ট ২০০৩।

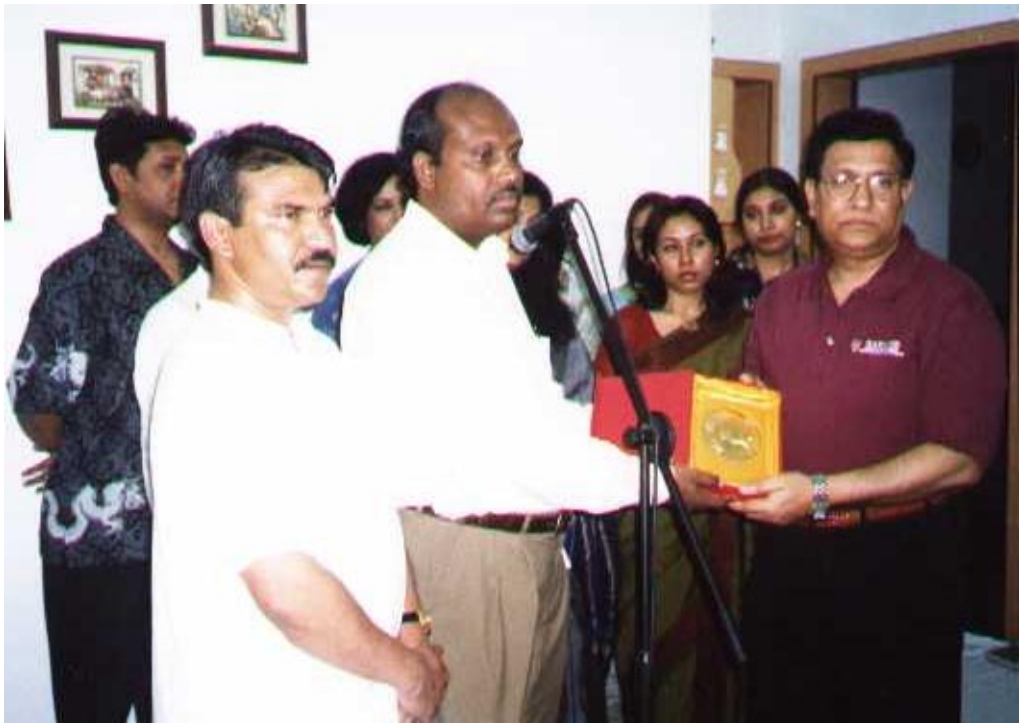

রিয়াদ সাংস্কৃতাঙ্গনে ওস্তাদ শফিক সিদ্দিকী একটি পরিচিত নাম, জনপ্রিয়তো বটেই। এই প্রথিতযশা শিল্পী বহুকাল ধরেই রিয়াদে আছেন। সেবা করে যাচ্ছেন বাঙালি কমিউনিটিকে। টিকিয়ে রাখছেন বহির্বিশ্বে আমাদের সুরের ঐতিহ্য। রিয়াদের শিল্পী সমাজও আয়োজন করেছিলো ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনা সভার। শিল্পী সমাজের পক্ষ হতে ওস্তাদ শফিক সিদ্দিকী ডঃ মোমেন কে ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন। (সর্বডানে ডঃ মোমেন, মাঝে ওস্তাদ শফিক সিদ্দিকী) বামে রয়েছেন তবলা বাদক মুনির। ডঃ মোমেন ও শফিক সিদ্দিকীর মাঝে শিল্পী রুমা ইসলামকে দেখা যাচ্ছে।

রিয়াদে পশ্চিমা ডিপ্লোমেট কর্তৃক সংবর্ধিত হলেন ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন। তিনি যারার প্রাক্কালে প্রমান রেখে গেলেন সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন মানুষের পরম ভালোবাসার পাত্র। তাইতো দেখি মাস ভর কোথাও না কোথাও ওনার সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান লেগেই ছিলো। প্রবাস ছেড়ে যাবার সময় কখনও কী এমনি বিশাল ভালোবাসার ফুলঝুড়ি পেয়ে থাকি আমরা !?

রিয়াদের সাহিত্যিক সমাজ তাঁদের প্রাণের মানুষ, প্রিয় মানুষ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রাবন্ধিক ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর জন্যে ঘরোয়া সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলো। সভায় সভাপতিত্ব করেন কিং সউদ ইউনিভারসিটির প্রকাশনা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনজুরুল ইসলাম, প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন *পিলসুজ* সাহিত্যপত্রের সম্পাদক, দৈনিক ভোরের কাগজ এর বোর্ড অব ডাইরেকটরস এর একজন সম্মানিত সদস্য, রিয়াদের সুরসিক ব্যক্তিত্ব ডাঃ আরিফুর রহমান।

ছবিতে বাম থেকে অন্যধারা সাহিত্য পত্রের প্রধান সম্পাদক গল্পকার ও রস-রচয়িতা মেজবাহ উদ্দিন জওহের, গল্পকার ও কবি খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত, পিলসুজ সম্পাদক ডাঃ আরিফুর রহমান,সংবর্ধিত অতিথি ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন, ডঃ মনজুরুল ইসলাম, লেখক সৈয়দ আনিসুর রহমান, দৈনিক সত্যের আলো র প্রবাস সম্পাদক কবি শাহজাহান চঞ্চল।
সামনে ডান থেকে সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব আবদুস সাকুর, খবর গ্রুপ এর রিয়াদস্থ প্রতিনিধি জনাব মজিবর রহমান, জাহিদ হোসেন ও লেখক সেলিম।

রিয়াদের সাহিত্য-সাংস্কৃতাঙ্গনের একজন বিশ্বস্থ সজ্জন,পৃষ্ঠপোষক, উদার হৃদয়ের অধিকারী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, বাঙালি মার্কিন নাগরিক ডঃ এ-কে আবদুল মোমেন সউদী থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি নিজে ডেকেছিলেন রিয়াদের শিল্পী সমাজকে তাঁর রিয়াদস্থ বাস ভবনে এক নৈশভোজে। রিয়াদে বাঙালি কমিউনিটির স্বনামধন্য, প্রথিতযশা ক্লাশিক সঙ্গীতের ওস্তাদ শফিক সিদ্দিকী সহ রিয়াদের প্রায় সকল শিল্পী সমাজ সেদিন ডঃ মোমেনের বাসভবনের নৈশভোজে যোগদান করেন। সেখানে আরও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন যারা শিল্পী নন। যেমন প্রবাসী সিলেট সমাজ এর কর্মকর্তা জনাব ফরহাদ চৌধুরী, জনাব আবদুল মোহিত, সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থার সভাপতি জনাব আবদুস সাকুর, *মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর* সাহিত্য পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত, বিশিষ্ট গল্পকার, রম্য রচয়িতা এমবিসি চ্যানেলের প্রধান প্রকৌশলী মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের।

দীর্ঘকাল থেকেই ডঃ মোমেন রিয়াদে একাকী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন আর তাতে বিভিন্ন নতুন নতুন প্রতিভার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ ঘটাতেন। (উল্লেখ্য একমাত্র ডঃ মোমেনের বদৌলতেই অনেকে রিয়াদে এখন শিল্পী হিসেবে পরিচিত)। তাই তিনি নিজেই একটি অনুষ্ঠানের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সাউন্ড সিষ্টেম কিনে নিয়েছিলেন। সেই সাউন্ড সিষ্টেম এর সকল ইনষ্ট্রুমেন্টগুলো রিয়াদের সকল শিল্পীদের জন্যে দান করে যাবেন বলে যখন ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এবং প্রথিত যশা গল্পকার মেজবাহ উদ্দিন জওহের এর সঙ্গে আলোচনা করে মনস্থির করলেন ঠিক তখনই ডাকলেন নিজ বাস ভবনে সকল শিল্পীদেরকে। শিল্পীদের পক্ষে ওস্তাদ শফিক সিদ্দিকী ডঃ মোমেন এর কাছ থেকে তা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন শিল্পী অহিদুল ইসলাম।

ছবিতে ডান থেকে বামে- শিশু - কিশোরী শিল্পী লুবনা বাসেত বৃষ্টি, শিল্পী মুন্নি আলম, শিল্পী পপি, ডঃ এ-কে আবদুল মোমেন, শিল্পী দম্পতি ওস্তাদ শফিক সিদ্দিকী, শিল্পী অহিদুল ইসলাম, তবলা বাদক ও শিল্পী তুহিন এবং তবলা বাদক বাবুল চৌধুরী।

মালাজের (রিয়াদ) একটি লেবার ভিলায় ডঃ মোমেনের সম্মানার্থে রিয়াদ প্রবাসী কিছু চরম অসহায়, অবহেলিত শ্রমিকগনও আয়োজন করেছিলো ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায় সংবর্ধনার। তাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। তবুও তাদের হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে নিজেদের তৈরী করেছিলেন ডঃ মোমেন কে বিদায়ী সম্মানটুকু জানাতে। তাদের একজন ফুলের তোড়া দিয়ে ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেনকে বিদায়ী সম্মানটুকু প্রদর্শন করছে। ডঃ মোমেনের পাশে আছেন সালেমা সমাজ কল্যান সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব আবদুস সাকুর। যিনি সার্বক্ষণিক ছিলেন ডঃ মোমেন এর সকল কাজের সঙ্গী।

ছবিতে বাম থেকে বিশেষ অতিথি ডাঃ মজিবুল হক, সংবর্ধিত অতিথি ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন সংগঠনের নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ সরোয়ার এর কাছ থেকে, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ মনজুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি গাউছুল আলম।

বাংলাদেশ আওয়ামী পরিষদ রিয়াদ মহানগর আয়োজিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন এর বিদায়ী সংবর্ধনার আয়োজন করে স্থানীয় *খইয়াম রেস্তোরায়* গত ২১ আগষ্ট ২০০৩। বাংলাদেশ আওয়ামী পরিষদ, রিয়াদ এর সভাপতি ডাঃ নিয়াজ মোহাম্মদ খান উক্ত সংবর্ধনা সভার সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন কিং সউদ ইউনিভারসিটির প্রকাশনা ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ডঃ মনজুরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মজিবুল হক, লেখক- সাহিত্যিক প্রকৌশলী মেজবাহ উদ্দিন জওহের এবং *মরুপলাশ* ও *রূপসী চাঁদপুর* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত। ছবিতে মঞ্চে উপবিষ্ট বাম থেকে ডাঃ নিয়াজ মোহাম্মদ খান, ডাঃ মজিবুল হক, সংবর্ধিত অতিথি ডঃ আব্দুল মোমেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ মনজুরুল ইসলাম, সংগঠনের সহসভাপতি কাজী গাউছুল আলম।

প্রাণবন্ত সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইমামা হাসপাতালের মেডিকেল ডাইরেক্টর ডাঃ মজিবুল হক, সৈয়দ আনিসুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ) আওয়ামী পরিষদ রিয়াদের সহ-সভাপতিদ্বয় কাজী গাউছুল আলম এবং জসীম উদ্দিন আহমেদ নান্না, সংগঠনের যুগ্ন সম্পাদক আবুল বাশার মৃধা, নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ সরোয়ার, সাইফ উদ্দিন আহমেদ। বিদায়ী মানপত্র পাঠ করেন সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক সম্পাদক মোল্লা মোঃ ইসহাক। ডঃ মোমেনের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনের আলোকে রচিত এক নাতিদীর্ঘ ছড়া আবৃত্তি করে অনুষ্ঠানকে সরগরম করে তোলেন রিয়াদের স্বনামধন্য ছড়াকার *মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় সজীব করে তোলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী মহসীন সেলিম।

রিয়াদে প্রবাসী সিলেট সমাজ আয়োজন করেছিলো ডঃ এ-কে মোমেনের সম্মানার্থে এক বিদায়ী সংবর্ধনা সভার। বাঙালি মার্কিন নাগরিক ডঃ মোমেন রিয়াদে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানের সময়ে সর্বমহলে যে গ্রহনযোগ্যতা, ভালোবাসা পেয়েছেন তা অন্য কারো ভান্ডারে আছে কিনা বা অন্য কারো সৌভাগ্য হয়েছিলো কিনা আমার জানা নেই। রিয়াদে ডঃ মোমেন ছিলেন আমাদের লেখক-শিল্পীদের গর্ব বিশেষ করে তিনি সিলেটের জন্মগ্রহণকারী প্রবাসী সিলেটবাসীদের জন্যে অবশ্যই অহংকারের। সিলেট সমাজ কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা সভা শেষে ডঃ মোমেনের সঙ্গে সৌজন্য ছবিতে প্রবাসী সিলেট সমাজ এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডঃ মোমেনের বাসভবনে রিয়াদের শিল্পীদের সম্মানে নৈশভোজ আয়োজন করেছিলেন ডঃ একে আবদুল মোমেন স্বয়ং। উদ্দেশ্য ওনার নিজের জন্যে খরিদা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাউন্ড সিষ্টেমটি রিয়াদের সকল শিল্পীদের উদ্দেশ্যে দান করা। যাতে রিয়াদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হলে শিল্পীদের সাউন্ড সিষ্টেম এর জন্যে দিক্ বিদিক ছুটতে না হয়। সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্য দু'জন বিশেষ অতিথির সঙ্গে এক বিশেষ মুহূর্তে বাম থেকে *অন্যধারা* সাহিত্য পত্রের প্রধান সম্পাদক বিশিষ্ট গল্পকার ও রম্য রচয়িতা মেজবাহ উদ্দিন জওহের, *মরুপলাশ ও রূপসী চাঁদপুর* এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এবং সর্বডানে ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন।